দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... MAR. 1 2 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশের কাজের প্রতিবাদ করায় লক্ষ্মীপুরে জনকণ্ঠ সাংবাদিককে গ্রেফতার

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ এসএসসি পরীক্ষা চলাকালীন লক্ষ্মীপুর সদর থানার বসিকপুর দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে বৃহস্পতিবার

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশের

(১২-এর পাতার পর)

লক্ষ্মীপুরের এসপি খায়রুল বাসারের দেহরক্ষী এবং এসপি'র আত্মীয় স্থানীয় এক সাংবাদিক পরীক্ষার হলে ঢুকে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি করে। এ সময় তারা ১৩ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করলে জনতার মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এসপির দেহরক্ষী ও তার আত্মীয় পরিচয়দানকারী সাংবাদিকের অবৈধ আচরণে এলাকার লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে উত্তেজিত জনগণকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পুলিশ ১০ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে ও লাঠিচার্জ করে। এখানে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় জনকণ্ঠের লক্ষ্মীপুর সংবাদদাতা মহিউদ্দিন মুরাদ এই অবৈধ কাজের প্রতিবাদ করেন। এরপর এসপি তাঁর দেহরক্ষীসহ সদর থানার অপর একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুরূপ অভিযান চালিয়ে ৮ জনকে বহিষ্কার করেন। এখানেও অবৈধ কাজের প্রতিবাদ করায় কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রমেন্দু বাবুকে আটক করা হয়।

জনকণ্ঠ সংবাদদাতা মুরাদ পুলিশের অবৈধ কাজের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করায় পুলিশ প্রশাসন তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয় এবং তাঁর চলাচলের ওপর নজর রাখে। এক পর্যায়ে তাঁকে থানায় ডেকে এনে সংবাদ পাঠাতে নিষেধ করে এবং তাঁর নিকট থেকে কৌশলে পুলিশের অশালীন আচরণের সংবাদটি হস্তগত করে। একাধিক জাতীয় দৈনিকে পুলিশের কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পর মুরাদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়। যার নং ৬ তারিখ ৯/৩/২০০০। অভিযোগ রয়েছে, কৌশলে ১০ তারিখে রেকর্ড করা মামলাটি ৯ তারিখ দেখানো হয়েছে। লক্ষ্মীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ১০ তারিখ রাতে জনকণ্ঠকে দেয়া তথ্য সঠিক নয়।